The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 11, No. 21-22, Published by Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ

মোসাঃ সোনিয়া ইসলাম নিশা*

Abstract : The present study investigates the using patterns of Bangla non-finite verbs. By using purposive sampling, in total 100 Bangla speaking participants were selected from two different age groups. The age range of one group was 10-12-year-where the others was 18-22-year. The mixed method was used for analysing data. To identify the differences of using patterns of Bangla non-finite between the mentioned groups, quantitative research method was used. In this occasion, T-test was performed which suggests significant differences between them. Additionally, qualitative method was undertaken to determine the characteristics of Bangla non-finite. Result suggests that Bangla non-finites are tense free and are used before finite verb by the adult speakers. Though this finding may not be representative due to the limited number of participants, this study might be considered as a baseline evidence for the further studies of Bangla non-finite verb.

মুখ্য শব্দসূত্র : বাংলা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, বাক্যিক সংগঠন, ক্রিয়ার ব্যবহার বৈচিত্র্য

ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব। বাক্য গঠনের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বাক্যের পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণের কৌশলসমূহ বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয় (মোরশেদ, ২০০৯, পৃ. ৩৬২)। ক্রিয়াপদ যে কোনো প্রাকৃতিক ভাষার বাক্য গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা বাক্যতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। প্রতিটি ভাষায় ক্রিয়াপদের নানা প্রকৃতি রয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়া এর মধ্যে একটি। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার অসমাপিকা ক্রিয়ায়ও অনেকাংশে ধরা পড়ে। তাই বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ও এ-সংক্রান্ত বাক্যের সংগঠন চিহ্নিতকরণ এবং আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির বাক্য বিশ্লেষণের সর্বশেষ পদ্ধতি মিনিমালিস্ট প্রোগ্রাম অনুসরণে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারিক বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে বর্তমান গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাভাষী কর্তৃক ব্যবহৃত বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ ও শিশুদের মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে।

* লেকচারার, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া : তাত্ত্বিক পটভূমি

বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানত দুটি বিষয় দেখতে পাই — উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, সে উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যা বলা হয়, তা বিধেয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্তা। কর্তা দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া প্রভৃতি যে শব্দে বোঝায়, তা হচ্ছে ক্রিয়া। বিধেয় অংশে ক্রিয়ার অবস্থান। এ অংশে ক্রিয়ার পাশাপাশি ক্রিয়াকে বিশেষায়িত করছে, এমন শব্দও থাকতে পারে (চাকী, ২০০১)। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যেমন — 'নীরা হাঁটে', 'ফুল ফোটে', 'আলো ঘুমায়' ইত্যাদি বাক্যগুলোতে শুধু কর্তা এবং ক্রিয়া আছে। এখানে 'হাঁটে', 'ফোটে', ঘুমায় শব্দগুলো যথাক্রমে নীরা, ফুল, আলোর কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে।

বাংলা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

প্রথাগত ব্যাকরণে ভাবপ্রকাশের দিক থেকে বাংলা ক্রিয়াপদকে দু-ভাগে ভাগ করা হয় — সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) ও অসমাপিকা ক্রিয়া (non-finite verb)। যে ক্রিয়াপদ বাক্যের (মনোভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন — দোলা নিয়মিত পড়াশোনা করে। জন সুন্দরবনে গিয়েছে ইত্যাদি। অপরদিকে যে ক্রিয়াপদ বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটায় না বা বক্তার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন — দোলা পড়াশোনা করতে, জন সুন্দরবনে যেতে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দুটি ব্যাকরণিক রূপমূল (grammatical morpheme) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এগুলো হলো — বিভক্তি ও প্রত্যয় (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। কোনো ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ক্রিয়ামূল বা ধাতু ছাড়াও ক্রিয়াবিভক্তি বা প্রত্যয় পেতে পারি। ক্রিয়ামূলের ডানে ক্রিয়াবিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন — 'পড়ি' ক্রিয়ারূপকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই ধাতু √ পড়্, যার সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রিয়া বিভক্তি 'ই'। 'পড়ি' হচ্ছে ক্রিয়ার বিভক্তিযুক্ত রূপ। অপরদিকে যদি 'পড়তে' ক্রিয়ারূপটি বিশ্লেষণ করি, তাহলে √ পড়্ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত 'তে' হচ্ছে প্রত্যয়। তাই 'পড়তে' হচ্ছে ক্রিয়ার প্রত্যয়ান্ত রূপ। ক্রিয়াপদের সাথে ক্রিয়াবিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে দুটি ক্রিয়াপদ গঠিত হয় সেগুলোর মধ্যে ক্রিয়াবিভক্তি (তিঙন্ত) যোগে গঠিত ক্রিয়াপদটি হচ্ছে সমাপিকা এবং প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদটি হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া।

তিঙন্ত আর প্রত্যয়ান্ত এই দুই ধরনের ক্রিয়ার সামর্থ্য ও আচরণ এক রকম নয় (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, পৃ, ২২৩)। অর্থাৎ প্রত্যয়ান্ত তথা অসমাপিকা ক্রিয়াটি প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে কৃদন্ত পদে (verbal) পরিণত হয়, যা সমাপিকা ক্রিয়ার মতো কাল নির্দেশ করতে পারে না, বচন ও পুরুষভেদে পরিবর্তন না হয়ে অনেকটা অব্যয়ের মতো হয়ে যায় এবং বাক্যিক গঠন ও অর্থগত উভয়দিক থেকেই অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন —

ক. নীরা ভাত খেতে খেতে, খবর দেখবে।
খ. মোনালিসা হাসলে, ছেলেরা খুশি হয়।

ওপরের বাক্যগুলোর প্রথম অংশ আলাদা করলে অর্থাৎ 'নীরা ভাত খেতে খেতে' 'মোনালিসা হাসলে' বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য পরিপূর্ণ হয় না। পাশাপাশি বিন্যাসগত দিক থেকেও এগুলো সম্পূর্ণ নয়। যেহেতু এ ক্রিয়ারূপগুলো সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করতে অক্ষম, তাই এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। খেতে খেতে, হাসলে অসমাপিকা ক্রিয়া। তার মানে ইয়া < এ, ইলে < লে, ইতে < তে প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে পরে (চাকী, ২০০১, পৃ. ১৯৩)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই সব ক্রিয়াপদগুলোকে অসমাপিকা বলেছেন, যেগুলোর রূপতাত্ত্বিক গঠনের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে তাতে ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পরে বিভক্তি যুক্ত না হয়ে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে (সূত্র : ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)।

ইংরেজি ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার আলোচনায় জিরান্ড, পার্টিসিপল ও ইনফিনিটিভের রূপ ও প্রয়োগবিধির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয় (আজাদ, ১৯৯৪)। মূলত ইংরেজিতে ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সাহায্যে গড়ে ওঠা ক্রিয়াজ বা ভারবাল শব্দ শ্রেণিকে এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় (পূর্বোক্ত)। বাংলায়ও অসমাপিকার বেশ কয়েকটি রূপ রয়েছে। যেমন — ল্যবর্থ (conjunctive), ভূতার্থ (conditional), শত্রর্থ (gerund) ও তুমর্থ (infinitive)। বাংলাভাষায় এ, লে, তে, আ, 'ন্ত'? এই পাঁচটি প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়ারূপ দেখা যায়। এই রূপগুলোর মধ্যে 'ইয়া' > 'এ' প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াকে বলা হয় ল্যবর্থ অসমাপিকা। যেমন — ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব। 'ইলে' > 'লে' প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াকে বলা হয় ভূতার্থ বা ভাবার্থ অসমাপিকা। যেমন — চারটা বাজলে অফিস ছুটি হবে। 'ইতে' > 'তে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াকে বলা হয় তুমর্থ অসমাপিকা। যেমন — ঐশী ইংরেজি পড়তে পারে। সুকুমার সেন 'ন্ত' প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়ারূপকে শত্রর্থ অসমাপিকা বলেছেন (সূত্র : ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, পৃ. ২২৯) যেমন — সন্ত্রাসীটি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিল। পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষায় ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল ও জিরান্ডকে অসমাপিকার আলোচনায় বেশ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইংরেজিতে সেসব ক্রিয়ারূপকে জিরান্ড বা ক্রিয়াজ বিশেষ্য বলা হয়, যেগুলোর বাক্যে বিশেষ্যরূপে কাজ করে। বিশেষ্যের বিশেষণরূপে যেসব ক্রিয়ারূপ কাজ করে, তাদেরকে বলা হয় পার্টিসিপল। যেসব ক্রিয়াজ শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তাদেরকেই ইনফিনিটিভ বলা হয়। ক্রিয়াজ শব্দগুলোর মধ্যে ইনফিনিটিভই একাধিক ভূমিকা পালন করে। কোনো ইনফিনিটিভ বিশেষ্যের ভূমিকা পালন করে, কোনোটি বিশেষণের, আবার কোনোটি ক্রিয়াবিশেষণের।

বৃক্ষচিত্রে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান

অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশগুলি অন্য একটি বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে বলে অন্তর্ভুক্ত বাক্যাংশ বা embedded clause। আর এভাবে এক বাক্যাংশের ভেতরে অন্য এক বাক্যাংশের অন্তর্ভুক্তিকে বলে embedding। অসমাপিকা ক্রিয়া গৌণ বাক্যাংশের মূল ক্রিয়াপদ হিসেবে কাজ করে। মিনিমালিস্ট প্রোগ্রামকে বাংলায় এখানে 'কর্মসূচি' না বলাই ভালো মনে করা হয়, অসমাপিকা বাক্যাংশটির অগভীর স্তরে একটি কর্তা আছে। গৌণ

বাক্যাংশের কর্তার স্থান দখল করে থাকা এই উহ্য (covert) সর্বনামীয় উপাদানটিকে PRO (প্রনাউনের সংক্ষিপ্ত রূপ বা চমস্কীয় ভাষায় abstract pronominal element) দিয়ে দেখানো হয়। সবসময় ক্যাপিট্যাল অক্ষরে লেখা এই অনুক্ত সর্বনামটির নাম হচ্ছে বিগ প্রো। যে কোনো অসমাপিকা বাক্যাংশের কর্তাই হচ্ছে PRO। যেমন — Shamim likes [PRO to read a book]। বাংলা ভাষাকে PRO drop language বলা হয়। কেননা বাংলায় অনেক সময় কর্তা বাদ দিয়ে বাক্য ব্যবহার করা যায়।

আকাশ ফুটবল খেলতে ভালোবাসে।

'আকাশ ফুটবল খেলতে [PRO ভালোবাসে]' অসমাপিকা বাক্যাংশের কর্তার (PRO) বৃক্ষচিত্রে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে, যা বৃক্ষচিত্রে সহজেই চোখে পড়বে:

আকাশ ফুটবল খেলতে ভালোবাসে

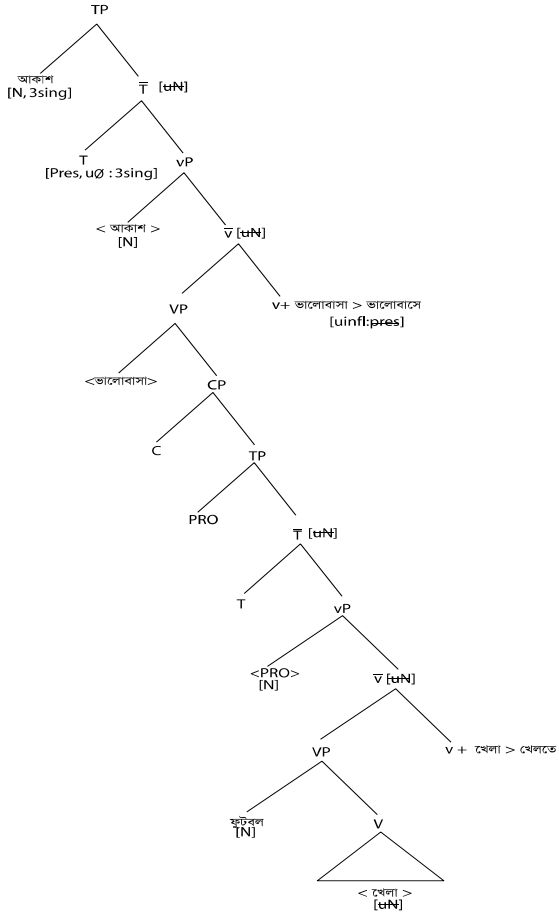

ইংরেজি ভাষায় অসমাপিকা বাক্যাংশের পূর্বে 'that' যুক্ত থাকে। মিনিমালিস্ট কর্মসূচি অনুসারে একে 'complementizer' বলে। যেমন — 'I said that she was ill' (Adger, 2002, p. 238-240)। বাংলায় পরিপূরক বাক্যাংশ (complement clause) ইংরেজির মতোই ক্রিয়া, পরবর্তী (post verbal)। অর্থাৎ ক্রিয়ার পরে বসে (Bhattacharya, 2000)। যেমন — জন জানে যে মা কাল রাতে ঔষধ খেয়েছে, (John knows that mother took medicine last night.)।

বাংলা ভাষায় যে, যদি প্রভৃতি হচ্ছে 'complementizer', যেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। বাংলা কিংবা ইংরেজি ইনফিনিটিভ বা অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়ার অবস্থা বা কাল নির্দেশ করতে পারে না। কেননা ইংরেজি ইনফিনিটিভ 'টু' ক্রিয়াকে কাল-নিরপেক্ষ করে দেয়। আর বাংলার ক্ষেত্রেও কালের ধারণা পেতে হলে সমাপিকা অংশের ওপর নির্ভর করতে হবে। যেমন —

ঐশী ভাত খেয়ে স্কুলে যাবে।

এখানে 'খেয়ে' যে ভবিষ্যৎ কালসূচক, তা বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া 'যাবে' দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শিশুর ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া

ভাষা শেখার কাজটি শিশু মূলত স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করে। যদিও এ প্রক্রিয়াটি ধীর ও সময়সাপেক্ষ। একটি স্বাভাবিক শিশু মোটামুটি ৬ থেকে ১৮ মাস সময়কালটি পেরিয়ে গেলে তার প্রথম ভাষা (সাধারণত মাতৃভাষা, দৈনন্দিন ভাষা, বা যে ভাষা পরিবেশে শিশুটি অধিকাংশ সময় থাকে) আয়ত্ত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তের প্রক্রিয়াও চালিয়ে যেতে পারে (হক, ২০০৭)। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে শিশুর ভাষা অর্জন সম্পর্কে রয়েছে তিনটি তত্ত্ব (আজাদ, ১৯৯৪) —

ক) কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ জন্মসূত্রে পুরুষানুক্রমিকভাবে শিশুর মাঝে সঞ্চারিত হয়।;

খ) শিশু ভাষা অর্জনের বিশেষ কোনো ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, উপাত্তের মুখোমুখি হয়ে ক্রমশ উপাত্তের ব্যাকরণ আবিষ্কার করে;

গ) শিশু ভাষা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ অনুসারে তৃতীয় তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ শিশু ভাষা অর্জনের একটি বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেননা, প্রতিটি শিশু জীবনের প্রথম ছ-সাত বছরের মধ্যে তার ভাষা সম্পর্কে যে জ্ঞান আয়ত্ত করে, তা দেখলে বিশ্বাস করতেই হয় যে শিশু ভাষা অর্জনের একটি বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ আনুসারে ভাষার কিছু সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভাষার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলতে ভাষার যেসব বৈশিষ্ট্য সমস্ত মানব ভাষাতেই বিদ্যমান, সেগুলোকে বোঝায়। 'একটি শিশুর ভাষা অর্জন ক্ষমতা নিয়ে

জন্মগ্রহণ করে' মানে হচ্ছে ভাষার এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভাষা অর্জনের এই তত্ত্বকে বলে চৈতন্যবাদী তত্ত্ব (আজাদ, ১৯৯৪)।

শিশুর ভাষা বিকাশে ক্রিয়া আয়ত্তকরণের বিষয়টি বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া। ক্রিয়াকে বলা হয় বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক প্রতীক বা চিহ্ন (symbol), যা বিভিন্ন ঘটনাকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো এগুলো একাধিক ঘটনাকে নির্দেশ করে, যেগুলো আয়ত্ত করা সহজ নয় (Tomasello, 1992)। আমরা বাংলা ভাষার একটি বহুল ব্যবহৃত ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি, বাংলা ক্রিয়া 'দেয়া' এমন একটি ঘটনা নির্দেশ করে, যা একই সঙ্গে তিনটি ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন — 'কে দিয়েছে', 'কী দিয়েছে', 'কাকে দিয়েছে'। প্রতিটি ভাষায় এমন বহু ক্রিয়া রয়েছে, যেগুলো একটি ঘটনাকে নির্দেশের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। শিশুকে এগুলো আয়ত্ত করতে হয়। শিশুর জীবনের ২য় বছরে একটি একক শব্দরূপে ক্রিয়া আয়ত্তীকরণ শুরু হয়, এই সময়কালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বড়দের মতো ব্যাকরণিক সক্ষমতা অর্জনের শুরু এই সময়কাল থেকেই হয় (Tomasello, 1992)। ক্রিয়া বাক্যিক কাঠামো নির্মাণে আবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ক্রিয়াই একটি বিশেষ আচরণ নিয়ে বিশেষ্যপদে (Noun phrase) অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাগর্থিকভাবে একই অর্থ প্রকাশ করে, এমন ক্রিয়ার বাক্যিক আচরণ এক নাও হতে পারে। যেমন — ইংরেজি ভাষার শব্দ shudder ও shake একই ধরনের বাগর্থিক আচরণ করলেও বাক্যে এদের আচরণ এক নয়। অর্থাৎ Shake a jar বলা যায় অনায়াসে, কিন্তু *Shudder a jar বললে বাক্যিক আচরণ ঠিক হবে না। একটি শিশুকে ব্যকরণিকভাবে শুদ্ধ বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়ার বাগর্থিক ও বাক্যিক উভয় সংগঠনই আয়ত্ত করতে হয়। এই জটিল কাজটি প্রতিটি সুস্থ শিশু তার মাতৃভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে বহুবার করে থাকে। মাঝে মাঝে ভুল করে না এমন নয়, তবে তা খুবই দুর্লভ। বরং বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একটি শিশু প্রতিদিন এভাবে হাজারও সঠিক বাক্য তৈরি করে (Pye et al, 1995)।

দ্বিতীয়ত, একটি শিশুকে তার ভাষায় বিদ্যমান ক্রিয়াগুলোর বিচিত্র আচরণ আয়ত্ত করতে হয় এগুলো আয়ত্তীকরণ, সঠিক প্রতিবেশে উপস্থাপন প্রভৃতি বিষয় বেশ জটিল। যেমন — শিশুরা তাদের মাতৃভাষার নিমিত্তার্থক বিকল্পগুলি (causative alternation) আড়াই বছরের কাছাকাছি সময় থেকে অনুধাবণ করতে শুরু করে, যা ১১ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে (Pye et al, 1995)। মূলত একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু তার প্রথম ভাষার ক্রিয়া ও এর আচরণগুলি আয়ত্ত করে। শিশু প্রাথমিকভাবে যে ক্রিয়াগুলো শেখে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে একটি বাগর্থিক বোধ (semantic understanding) তৈরিতে ব্যবহার করে। যেমন — 'চাওয়া' ক্রিয়াটি ব্যবহার করে শিশু একটি সম্পূর্ণ বাক্যিক ধারণা প্রকাশ করতে পারে, যা তার আশপাশের মানুষের বুঝতে সমস্যা হয় না। মূলত ক্রিয়ার মধ্যে একটি বাগর্থিক সংগঠন থাকে। এই সংগঠনকে বলে ব্যাকরণিক

প্রসক্তি (grammatical valences)। এই ব্যাকরণিক প্রসক্তি শিশুকে একটি একক ক্রিয়া ব্যবহার করে ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে (Tomasello, 1992)। যদিও বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত কোনো গবেষণা পাওয়া যায় না।

মূলত, প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সকল গ্রন্থেই ক্রিয়া ও এ-সংশ্লিষ্ট আলোচনা বিদ্যমান। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থের রূপতত্ত্ব অংশে ক্রিয়া ও ক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট উপাদানের আলোচনা করেছেন। বাক্যকে সমাপ্ত করে দেয় কিংবা দেয় না, এই বিচারে তিনি ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ও অসমাপিকায় ভাগ করেছেন (পৃ. ২৯৮)। প্রাচীন ও মধ্য বাংলার অসমাপিকা ক্রিয়ার সাথে আধুনিক বাংলার অসমাপিকা ক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে। তাঁর মতে, প্রাচীন বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝাতে -ই, -ইঅ,-ইআ এই তিনটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হতো। মধ্য বাংলায় -ই, -ইআঁ প্রত্যয় এবং আধুনিক বাংলায় -ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হয় (পৃ. ১৩৮)। পরেশচন্দ্র মজুমদার *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা* দ্বিতীয় খণ্ডে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে -ইলে,-ইতে,-ইয়া এই তিনটি প্রত্যয়কে গ্রহণ করেন (পৃ. ৪০৬)। ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের আলোকে অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ তাঁর *বাক্যতত্ত্ব* গ্রন্থে। তিনি ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সাহায্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ক্রিয়াজ (verbal) শব্দের আলোচনা করেন। এ ছাড়া মহাম্মদ দানীউল হক, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, রামেশ্বর শ', পবিত্র সরকার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী অসমাপিকা ক্রিয়ার আলোচনা করেছেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার শ্রেণি আলোচনা করতে গিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার আলোচনা করা হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়া নিয়ে পৃথক ও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী শিশির ভট্টাচার্য্য *সঞ্জননী ব্যাকরণ* গ্রন্থে। তিনি বাংলা ব্যাকরণের অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে চমস্কীয় ব্যাকরণের আলোকে বৃক্ষচিত্রে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তন্ময় ভট্টাচার্য্য। অসমাপিকা সংক্রান্ত আলোচনায় এর পদগত অবস্থান, বাক্যে এর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, যা থেকে সহজেই অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করা যায়।

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে বাস্তব ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত উপাত্তের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মানদণ্ডগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

ক. বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য;
খ. বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার পদগত অবস্থান;
গ. বৃক্ষচিত্রে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে গেলে কেবল এর গুণ বা বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে যেমন তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না, তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের হার বা মাত্রা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেও এর ব্যবহার বৈচিত্র্যকে ঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এছাড়া ব্যবহার-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে দুটি বিশেষ বয়সশ্রেণিতে ব্যবহারের পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে ফলে, অনুকল্প বিশ্লেষণ তথা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি অসমাপিকা ক্রিয়ার পদক্রম, বাক্যে এর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে গুণাত্মক পদ্ধতির বিবেচ্য বিষয়। ফলে বর্তমান গবেষণার জন্য মিশ্র পদ্ধতিকেই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

এছাড়া বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ধরনের গবেষণায় ভাষিক উপাদানসমূহের বস্তুনিষ্ঠ সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধান যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনই ভাষায় ব্যবহৃত অসমাপিকার বৈচিত্র্যময় রূপের বিবরণধর্মী আলোচনাও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এরূপ প্রকৃতি বিবেচনা করে মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত এবং গুণগত উপাত্ত একে অপরকে সহায়তা প্রদান করে এবং গবেষণায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কার্যকর করে তোলে।

প্রাথমিক অনুকল্প ও গবেষণা প্রশ্ন

মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করায় এতে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে একটি শূন্য অনুকল্প (Null Hypothesis) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার শূন্য অনুকল্পটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

শূন্য অনুকল্প: শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে কোনো পার্থক্য নেই।

গবেষণায় প্রাপ্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোকে এই অনুকল্প বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। শূন্য অনুকল্প বাতিল করার ফলে যে বিকল্প অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার আলোকে গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও সংহত করে তোলার লক্ষ্যে নিচের গবেষণা প্রশ্নটি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

গবেষণা প্রশ্ন: প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের বৈচিত্র্য কেমন?

এই মূল প্রশ্নের আলোকে নিচের সহায়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানও বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি। প্রশ্নগুলো হল:

ক) বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

খ) বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার আদর্শ অবস্থান কোথায় নির্দেশিত হয়?

গ) মিনিমালিস্ট কর্মসূচি অনুসারে বৃক্ষচিত্রে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান কোথায়?

নমুনাচয়ন

বর্তমান গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন (purposive sampling) প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা পরিচালনার জন্য উত্তরদাতা হিসেবে বিশেষ দুটি বয়সশ্রেণিকে বিবেচনা করা হয়েছে। একটি বয়সশ্রেণি হচ্ছে ১০ থেকে ১২ বছর এবং অপর বয়সশ্রেণি ১৮ থেকে ২২ বছর। এই দুই বয়সশ্রেণি বিবেচনার কারণ হচ্ছে ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে একটি শিশু মাতৃভাষার সব বিষয় মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলে এবং তরুণদের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। এই দুই বয়সশ্রেণি মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং প্রত্যেক বয়সশ্রেণি থেকে পাঁচ জন করে তথ্যদাতা মোট বিশটি অসমাপিকাযুক্ত বাক্য তৈরি করেছে।

বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য তিনটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত, আবদ্ধ প্রশ্ন (close-ended question) পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্নমালা প্রণয়ন পদ্ধতি। এ ধরনের প্রশ্নে সম্ভাব্য কতগুলো উত্তর পূর্বেই নিচে লেখা থাকে এবং উত্তরদাতার কাছে যেটি ঠিক মনে হয়, তিনি কেবল সেটিই নির্দিষ্ট করেন। এক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রশ্ন এবং প্রশ্ন-সংশ্লিষ্ট উত্তর সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি উত্তরের জন্য দুটি করে বিকল্প রাখা হয়েছে, যেখান থেকে উত্তরদাতা নিজের পছন্দমাফিক উত্তর বাছাই করেছেন। যেহেতু দুটি বয়সশ্রেণির জন্য একই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তাই দুই গ্রুপই যাতে সহজে উত্তর প্রদান করতে পারে, সে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চিত্র উদ্দীপকের সাহায্যে অভীক্ষণ গ্রহণ পর্যায়; এক্ষেত্রে ছবি সংযোজন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষায়িত অভীক্ষা প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাংলা মাতৃভাষী তথ্যদাতাদের কাছ থেকে একগুচ্ছ বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট বাক্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার ঠিক ব্যবহার, বাংলা বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান, অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে ঠিক বাক্য তৈরির প্রবণতা দেখার জন্য চিত্র-উদ্দীপকের সাহায্য অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলাভাষী তরুণদের দৈনন্দিন কথোপকথনে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার আছে কি না, থাকলে বাক্যে এর অবস্থান কোথায় এবং অসমাপিকার ব্যবহারের প্রবণতা কেমন, তা দেখার লক্ষ্যে ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সশ্রেণির তথ্যদাতাদের মধ্য থেকে ৫ জনের মৌখিক অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিন

মিনিট কিছু বলতে বলা হয়েছে এবং তা মোবাইল রেকর্ডারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তা প্রতিলিপিকরণ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী

বর্তমান গবেষণার পরিধি ও আকৃতি বিবেচনায় ১০০ জন ব্যক্তিকে অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট চিত্রভিত্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের বয়স, লিঙ্গ, পেশা, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক চলকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত উল্লিখিত কৌশল ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া গুণগত উপাত্তের জন্য ৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণের নিকট থেকে অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা পূর্ব-উল্লেখকৃত ১০০ জন অংশগ্রহণকারীদের ভেতর থেকেই নির্বাচিত হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	বয়সশ্রেণি ১৮-২২	বয়সশ্রেণি ১০-১২	মোট
প্রশ্নপত্র	৫০ জন	৫০ জন	১০০ জন
চিত্র-অভীক্ষণ গ্রহণ	১০ জন	১০ জন	২০ জন
অডিও রেকর্ডিং	৫ জন	-	৫ জন

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

ক) প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ : প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট কতগুলো বিশেষায়িত প্রশ্ন প্রস্তুত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দুটি বয়সশ্রেণির মধ্যে ১৮-২২ বয়সশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রিত (control group) দল এবং ১০-১২ বয়সশ্রেণিকে পরীক্ষণ দল (experimental group) ধরে শূন্য অনুকল্প বাতিল করার জন্য হাইপোথিসিস পরীক্ষণ (t-test) করা হয়েছে। নিম্নে t-পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত মান তুলে ধরা হলো:

বয়সশ্রেণি (group)	মোট তথ্যদাত (N)	গড় (mean)	পরিমিত ব্যবধান (SD)	স্বাধীনতার মাত্রা (df)	পর্যবেক্ষণকৃত মান (calculated value)	T- তাত্ত্বিক মান (T critical value, 2-tail)
১৮-২২ (নিয়ন্ত্রিত দল)	৫০	৯.৫৮	০.৮৮	৯৮	৪.২৭	১.৯৫
১০-১২ (পরীক্ষণ দল)	৫০	৮.৩৬	১.৮১৫			

অনুকল্প পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণকৃত মান (calculated value) হচ্ছে ৪.২৭। ৯৮ স্বাধীনতার মাত্রায় (digree of freedom) এবং ০.০৫ তাৎপর্যের মাত্রায় T-তাত্ত্বিক মান (critical value) ১.৯৫। যখন নির্ধারিত স্বাধীনতার মাত্রা ও তাৎপর্যের মাত্রায় পর্যবেক্ষণকৃত t-পরীক্ষণের মান তাত্ত্বিক মানকে অতিক্রম করে যায়, তখন শূন্য অনুকল্পকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেহেতু পর্যবেক্ষণকৃত মান তাত্ত্বিক মানকে অতিক্রম করে গেছে, তাই সহজেই শূন্য অনুকল্পকে সহজেই প্রত্যাখ্যান করা যায়। অর্থাৎ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে পার্থক্য আছে।

নিয়ন্ত্রিত দলের প্রাপ্ত উপাত্তগুলো নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে:

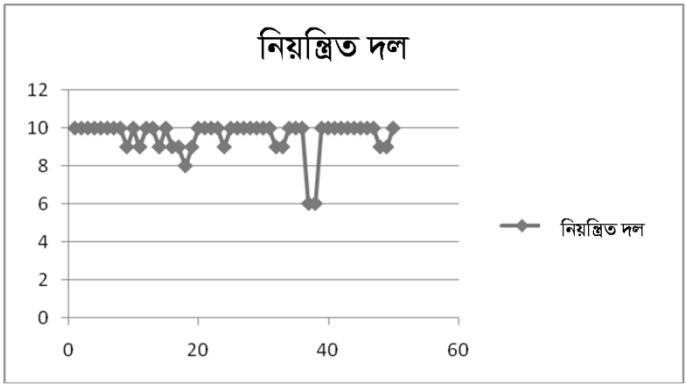

পরীক্ষণ দলের উপাত্তগুলো নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে:

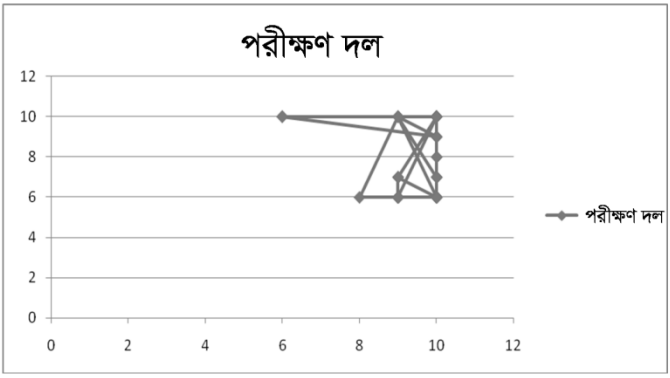

দুই গ্রুপের উপাত্তগুলোর একটি কেন্দ্রীয় মানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাগুলোকে একই সারণিতে উপস্থাপন করলে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে এদের অবস্থান।

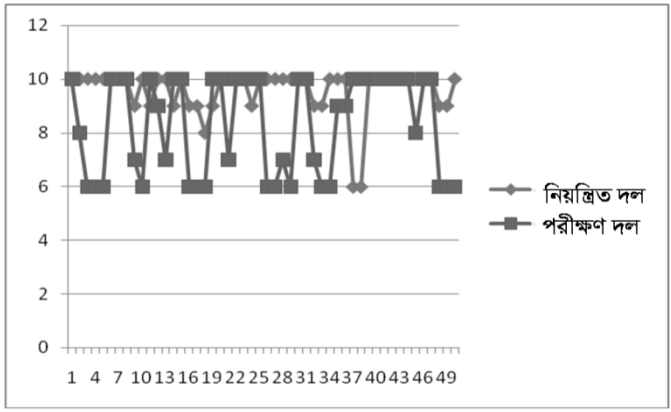

খ) চিত্র-উদ্দীপকের সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ: চিত্র-উদ্দীপকের সাহায্যে একগুচ্ছ অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে বাক্য সংগ্রহের জন্য দুটি ছবি পাশাপাশি সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ছবি দুটো সংযুক্ত করে বাক্য তৈরি করতে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ছবি সংযুক্ত করতে গিয়ে অনেকে ও, এবং, আর প্রভৃতি যুক্ত করে বাক্য তৈরি করেছে। এসব বাক্যের ব্যাকরণিক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য সংগ্রহ করা, তাই যেসব বাক্য অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত, কেবল সেই বাক্যগুলোই শুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৫ জোড়া ছবি সংযুক্ত করে দুটি বয়সশ্রেণি থেকে ১০ জন করে মোট ২০ জনের নিকট থেকে ১০০টি বাক্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দুটি বয়সশ্রেণিতে অসমাপিকাযুক্ত বাক্যের হার:

বয়সশ্রেণি	অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য (হার)	অসমাপিকা ক্রিয়াহীন বাক্য (হার)
১৮-২২ ও ১০-১২	৬৭%	৩৩%

নিম্নে দণ্ডচিত্রে (bar diagram) উপরিউক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

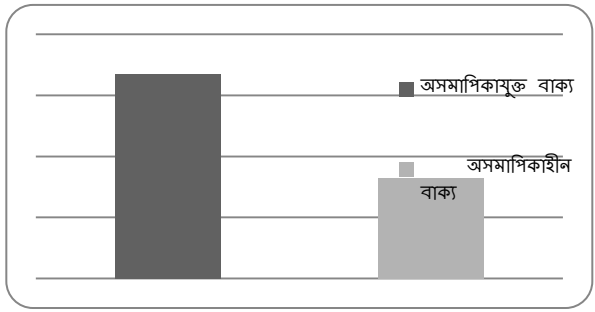

বয়সশ্রেণি ১৮ থেকে ২২

বয়সশ্রেণি	অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য (হার)	অসমাপিকা ক্রিয়াহীন বাক্য (হার)
১৮-২২	৯০%	১০%

প্রাপ্ত উপাত্ত পাই চার্টে (pie chart) উপস্থাপন করা হলো:

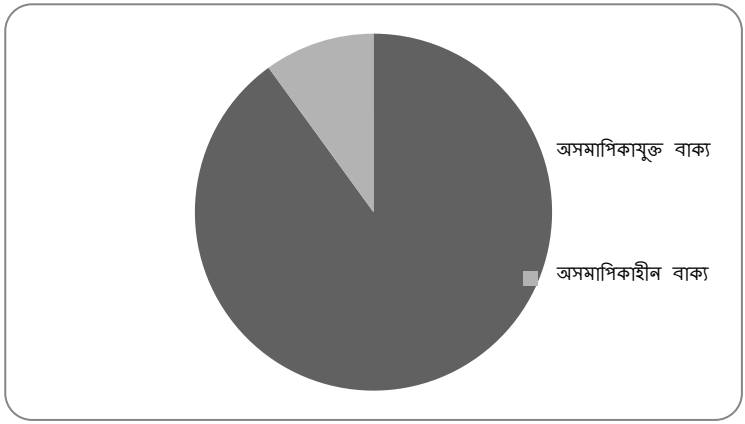

বয়সশ্রেণি ১০ থেকে ১২

বয়সশ্রেণি	অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য (হার)	অসমাপিকা ক্রিয়াহীন বাক্য (হার)
১০-১২	৪৪%	৫৬%

প্রাপ্ত উপাত্ত নিম্নে পাই চার্টে (pie chart) উপস্থাপন করা হল:

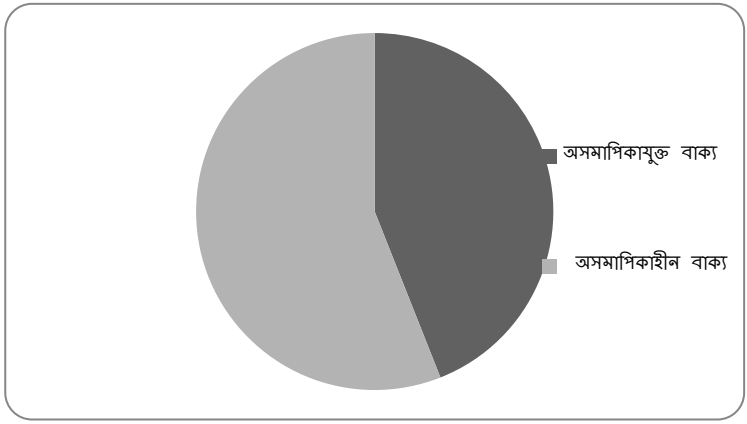

গ) অডিও রেকর্ডিং-এর সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণঃ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বৈচিত্র্যের তাত্ত্বিক আলোচনায় যে তিনটি গবেষণা মানদণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, অডিও রেকর্ডিং-এর সাহায্যে প্রাপ্ত বাক্যগুলো থেকে এই মানদণ্ডগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেকর্ডিং-এ নিম্নোক্ত বাক্যগুলোতে অসমাপিকার ব্যবহার পাওয়া গেছে:

ক. বাংলার মানুষও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য জীবন দিয়ে লড়াই করেছিল।

খ. ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন নির্বিচারে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল।

গ. বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য এটা একটা ঘৃণ্য কৌশল ছিল।

ঘ. অনেক ত্যাগ ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বিজয় অর্জন হয়েছে।

ঙ. ঢাকা ছেড়ে দলে দলে মানুষ গ্রামে চলে যায়।

চ. মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিল দেশ।

ছ. দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে অকাতরে জীবন দিয়েছে।

জ. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

ঝ. স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর নানা বয়স, শ্রেণি, পেশার মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

ঞ. বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য জীবন দিয়েছিল কত তাজা প্রাণ।

ট. স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন, আমরা তাঁদের আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

ঠ. মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল।

ড. অনেক মুক্তিযোদ্ধা ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল।

ঢ. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ণ. অবশেষে নয় মাসের সংগ্রামের পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

ত. এই বিজয় অর্জনের পেছনে যে কত ত্যাগ ছিল তা আমাদের অনেকেরই অজানা।

থ. মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল না তাঁদের মধ্যে।

দ. দেশের এক শ্রেণির মানুষ চেয়েছিল যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথেই থাকুক।

ধ. এই সব সমস্যা সামাল দিয়ে বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল।

ন. এভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

গবেষণা ফল

প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাপ্তফল : প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত একটি শূন্য অনুকল্প বাতিল করার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাইপোথিসিস পরীক্ষণের মাধ্যমে শূন্য অনুকল্প বাতিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফল হচ্ছে —

- প্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ ও শিশুদের মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে।

অভীক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্তফল : চিত্রউদ্দীপকের সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৮-২২ এবং ১০-১২ বয়সশ্রেণিতে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত করে বাক্য তৈরির হার নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া গেছে —

- ১৮-২২ বয়সশ্রেণিতে অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত করে বাক্য তৈরির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
- ১৮-২২ বয়সশ্রেণিতে দুটি চিত্র সংযুক্ত করে বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়া অধিক ব্যবহার হলেও ১০-১২ বয়সশ্রেণিতে ও, এবং, প্রভৃতি যুক্ত করার প্রবণতা বেশি।

অডিও রেকর্ডিং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্তফল : ১৮-২২ বয়সশ্রেণি থেকেই কেবল অডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত অডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার-বৈচিত্র্য আলোচনা করে গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া গেছে —

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া অবস্থা ও কাল-নিরপেক্ষ: বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া দেখে বোঝার উপায় নেই যে অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা যে কাজটির কথা বলা হয়েছে, তা কখন সম্পাদিত হয়েছে এবং সম্পাদনের কোন অবস্থায় আছে। যেমন —

'মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল'।
'মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিল দেশ'।

খ. ভাবপ্রকাশে সমাপিকা ক্রিয়া-নির্ভর: অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাব এর বিষয়টিও সমাপিকার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অসমাপিকা অংশ বিবৃতিমূলক (নির্দেশক), অনুজ্ঞা, নাকি আপেক্ষিক ভাব প্রকাশ করছে তা বোঝা যাবে সমাপিকা ক্রিয়া দেখে যেমন —

'দেশের এক শ্রেণির মানুষ চেয়েছিল যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথেই থাকুক।'

গ. কর্তা-নির্ভরতা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন যে, 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার সাথে

অভিন্ন (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮)। অর্থাৎ এ ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়ার কোনো স্বাধীন কর্তা থাকবে না। শুধু পূর্বকালীন অসমাপিকার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য সব অসমাপিকার জন্যেও উক্ত বৈশিষ্ট্য সমানভাবে সত্য (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮, পৃ: ২৭১)। যেমন —

'মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল।'

*[মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি] [মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল]

[মুক্তিযোদ্ধারা [PRO জীবন বাজি রেখে] যুদ্ধ করেছিল]

ঘ. অবস্থান পরিবর্তনে অক্ষমতা : বাংলা ভাষায় সমাপিকা বাক্যাংশের উপাদানগুলোর স্বাভাবিক ক্রমকে (কর্তা + কর্ম + ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান) আগে-পড়ে করলে অর্থের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমনটা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। সংগ্রহকৃত উপাত্তে এমন উদাহরণ আছে। যেমন —

'মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল, অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল না তাঁদের মধ্যে।'

উভয় বাক্যেরই সমাপিকা অংশে কর্তার অবস্থান বাক্যের শেষে, যদিও অর্থ প্রকাশে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু অসমাপিকা অংশে এমন ওলট-পালট গ্রহণযোগ্য নয়।

*[PRO মুক্তিযুদ্ধের সময় করেছিল যুদ্ধ পরিচালনা] [তাঁদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল না]

ঙ. ইয়া > এ, ইলে > লে, ইতে > তে, আ, আন্ত প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে গঠন : অডিও রেকর্ডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে করার (এর), হয়ে এ, করতে (তে), রেখে (এ), সংগ্রামের (এর) ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া ও প্রত্যয়গুলো পাওয়া গেছে।

চ. বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার পদগত অবস্থান: বাংলা ভাষীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে অধিকাংশ অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ তথা সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে —

অনেক ত্যাগ ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বিজয় অর্জন হয়েছে।

ঢাকা ছেড়ে দলে দলে মানুষ গ্রামে চলে যায়।

ছ. বৃক্ষচিত্রে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান: 'মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল' এই বাক্যটিকে বৃক্ষচিত্রে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি —

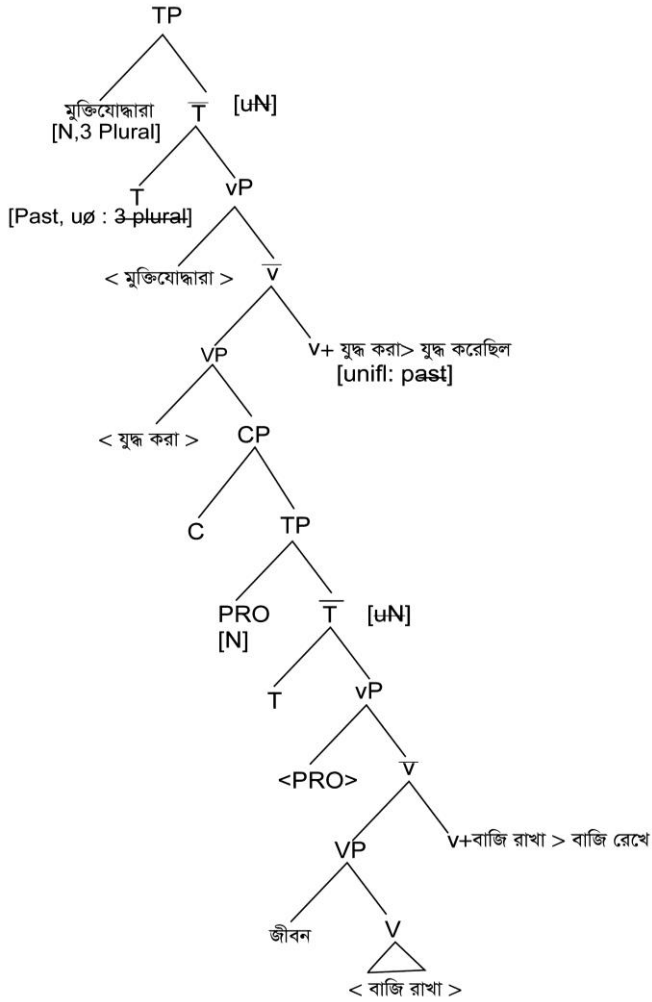

বৃক্ষচিত্র অনুসারে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রমস্তর (Hierarchy) হচ্ছে–

TP > vP > VP > CP > TP > vP > VP

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় — বাংলাভাষী শিশুরা ১০ বছর বয়সের মধ্যে মাতৃভাষার অধিকাংশ বিষয় আয়ত্ত করলেও অসমাপিকাযুক্ত বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান নির্ধারণ এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত করে বাক্য তৈরিতে শিশুদের সমস্যা হয়ে থাকে। ফলে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে বাংলা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া। অসমাপিকা ক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট বাক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় ব্যবহার সর্ম্পকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া হাইপোথিসিস পরীক্ষণের মাধ্যমে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে অসমাপিকার ব্যবহার সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে — শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি স্বল্প পরিসরে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিনিধিত্বশীল নাও পারে। আশা করছি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বৃহত্তর গবেষণার মাধ্যমে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.)। (১৯৯৭)। *বাঙলা ভাষা (১ম খণ্ড)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হুমায়ুন আজাদ। (১৯৯৪)। *বাক্যতত্ত্ব (২য় সংস্করণ)*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রফিকুল ইসলাম। (২০০২)। *ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: শিখা প্রকাশনী।

জ্যোতিভূষণ চাকী। (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (২০০৮)। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (পুনর্মুদ্রণ)*। কলকাতা: রূপা অ্যান্ড কোম্পানী।

রামেশ্বর শ'। (১৪০৩)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রা. লিমিটেড।

মহাম্মদ দানীউল হক। (২০০৭)। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন: প্রাথমিক ধারণা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মহাম্মদ দানীউল হক। (২০০৮)। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা (পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ)*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। (২০০৯)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

পরেশচন্দ্র মজুমদার। (২০০৪)। *বাংলা ভাষা পরিক্রমা (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড)*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

শিশির ভট্টাচার্য্য। (১৯৯৮)। *সঞ্জননী ব্যাকরণ*। ঢাকা: চারু প্রকাশনী।

শিশির ভট্টাচার্য্য। (২০১৩)। *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

Adger, D. (2002). *Core syntax: A minimalist approach.* USA: Oxford University Press.

Bhattacharya, T. (1999). *The structure of the Bangla DP*. London: University College London dissertation.

Bhattacharya, T. (2000). *Peripheral and Clause-internal Complementizers in Bangla: A Case for Remnant Movement*. WECOL Volume 12.

Pye, C., Loeb, D. F., Redmond, S. & Richardson, L. Z. (1995). When Do Children Acquire Verbs? In E. V. Clark (Ed.), *The Proceedings of the Twenty-sixth Annual Child Language Research Forum*, pp. 60-70. Stanford: Center for the Study of Language and Information.

Tomasello, M. (1992). *First verb: A case study of early grammatical development.* USA: Cambridge University Press.